ক্রেতা(গণ)এর সত্যায়িত ছবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরম

নিবন্ধন নং	তারিখ

০১। সঞ্চয়পত্রের নাম----------

০২। ক্রেতা(গণ)এর নামঃ (১)---------- (২) ----------

০৩। ক্রেতা(গণ)এর ঠিকানাঃ (ক) স্থায়ী ঠিকানাঃ ---------- (খ) বর্তমান ঠিকানাঃ ----------
---------- ----------
---------- ----------
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ঃ ----------

০৪। ক্রেতা(গণ)এর ধরন ও লিঙ্গ(√ চিহ্ন দিন) ঃ

গ্রাম কেন্দ্রিক	শহর কেন্দ্রিক

পুরুষ	মহিলা

০৫। ক্রেতা(গণ)এর জন্ম তারিখ ঃ (১) ..... জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট/জন্ম নিবন্ধন নম্বর (১) ----------
(ব্যক্তির ক্ষেত্রে) (২)..... (২) ----------

০৬। মোট কত টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে ইচ্ছুকঃ অংকেঃ----------
কথায়ঃ ----------

০৭। পরিশোধের ধরণঃ নগদ/চেক নং---------- তারিখঃ---------- ব্যাংকঃ----------

০৮। যুগ্ম-নামে ক্রয়ের ক্ষেত্রে উত্তোলন পদ্ধতিঃ (ক) যৌথভাবে প্রদেয়। (খ) যে কোন একজনকে প্রদেয়।

০৯। ক্রেতা নাবালক হইলে সেই ক্ষেত্রে নাবালকের পক্ষে ক্রয়কারীর নামঃ----------সম্পর্কঃ----------
ঠিকানাঃ (ক) স্থায়ী ঠিকানাঃ ---------- (খ) বর্তমান ঠিকানাঃ ----------
---------- ----------
---------- ----------

নমিনী (গণ)এর সত্যায়িত ছবি

১০। নমিনী মনোনয়ন সংক্রান্ত
নমিনীর নাম ও ঠিকানাঃ

নমিনী(গণ)এর স্বাক্ষর/বৃদ্ধাংগুলির ছাপ

(১) নামঃ---------- সম্পর্ক ঃ ---------- টাকার পরিমাণ ঃ----------
(ক) স্থায়ী ঠিকানাঃ---------- (খ) বর্তমান ঠিকানা---------- ১।
---------- ----------

নমিনীর জন্ম তারিখঃ

(২) নামঃ---------- সম্পর্ক ঃ ---------- টাকার পরিমাণ ঃ---------- ২।
(ক) স্থায়ী ঠিকানাঃ---------- (খ) বর্তমান ঠিকানা----------
---------- ----------
নমিনীর জন্ম তারিখঃ

১১। এই মর্মে অংগীকার করিতেছি যে, আমি/আমরা সর্বোচ্চ ক্রয়সীমার অতিরিক্ত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করি নাই। ১।
ক্রয়সীমার অতিরিক্ত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিয়া থাকিলে উক্ত সঞ্চয়পত্রের কোন মুনাফা প্রাপ্য হইব না।
আমি/আমরা সংশ্লিষ্ট সঞ্চয়পত্রের বিধি-বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব। ২।

তারিখঃ ---------- **ক্রেতা(গণ)এর স্বাক্ষর অথবা বৃদ্ধাংগুলির ছাপ**

প্রাপ্তি স্বীকার/সনাক্তকরণ রশিদ(ব্যাংক/ডাকঘর/সঞ্চয় ব্যুরো পূরণ করিবে)

ক্রেতা(গণ)এর সত্যায়িত ছবি	নিবন্ধন নং	তারিখ	নমিনী(গণ)এর সত্যায়িত ছবি

ক্রেতা(গণ)এর নাম	ক্রেতা(গণ)এর স্বাক্ষর / বৃদ্ধাংগুলির ছাপ	নমিনী(গণ)এর নাম	নমিনী(গণ)এর স্বাক্ষর/ বৃদ্ধাংগুলির ছাপ
(ক) ----------	----------	(ক) ----------	----------
(খ)----------	----------	(খ) ----------	----------

ইস্যু মূল্য	সঞ্চয়পত্রের ক্রমিক নং

ইস্যু অফিসের সীলমোহর ও তারিখ

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল

[অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

(ব্যাংক/ডাকঘর/সঞ্চয় ব্যুরো পূরণ করিবে)

১২। সঞ্চয়পত্রের বিবরণঃ

মূল্যমান	সঞ্চয়পত্রের ক্রমিক নং	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ

মোট ইস্যুকৃত সঞ্চয়পত্রের সংখ্যা ..... ও টাকার পরিমাণ .....

১৩। বর্ণিত সঞ্চয়পত্র বুঝিয়া পাইলাম।

তারিখঃ----------

ক্রেতা(গণ)এর স্বাক্ষর/ বৃদ্ধাংগুলির ছাপ

১৪। স্থানান্তর, হস্তান্তর, ডুপ্লিকেট রশিদ ইস্যু ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহঃ

তারিখ ও সীলমোহর

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

.....

এই রশিদটি সঞ্চয়পত্রের সহিত না রাখিয়া পৃথকভাবে যত্নসহকারে রাখা বাঞ্চনীয়।
তবে মুনাফা উত্তোলন ও মূল ভাঙ্গানোর সময় প্রদর্শন করিতে হইবে।

সঞ্চয়পত্র সম্পর্কে কতিপয় তথ্য ঃ

১। সঞ্চয়পত্র ব্যাংক, ডাকঘর ও জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো থেকে ক্রয় ও ভাংগানো যায়।

২। ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র এবং তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র উভয়ক্ষেত্রে একক নামে সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ এবং যৌথ নামে ৬০ লক্ষ টাকা ক্রয় করা যায়। ক্রয়সীমার অতিরিক্ত ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রে কোন মুনাফা অর্জিত হয় না।

৩। প্রয়োজনে মেয়াদ পূর্তির আগেও নগদায়ন করা যায়, তবে এক বছর পূর্ন হওয়ার আগে নগদায়ন করিলে কোন মুনাফা পাওয়া যায় না।

৪। সঞ্চয়পত্র হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে অথবা অন্য কোন কারনে বিনষ্ট হয়ে গেলে ক্রেতার অনুকূলে ‘‘ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র” ইস্যু করা হয়। সেক্ষেত্রে ইস্যুকারী অফিসের সহিত সত্বর যোগাযোগ করতে হবে।